উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥

হে মুনিবর! প্রেম-সমাধিতে অখিল বন্ধমুক্তির জন্য শ্রীভগবানের বিবিধ লীলা নিয়ত স্মরণ কর ॥ ২৭৯ ॥

দাস সখা প্রভৃতি ভক্তগণের পূর্ব্ববর্ণিত লীলাযুক্ত শ্রীভগবানে সমাধি হইয়া থাকে। শান্তভক্তগণের লীলাশূন্য শ্রীভগবানে যে সমাধি হয়, তাহাই ১২।১২।৫২ শ্লোকে বলিতেছেন—যে শ্রীশুকমুনি 'স্বসুখনিভৃতচেতাঃ' অর্থাৎ আত্মারাম ছিলেন, "তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবঃ"—সেই আত্মারামতা জন্য পূর্ণকাম ছিলেন; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের মন চুরিকরা লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মসমাধিতে চিত্ত রাখিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলা বর্ণন প্রধান শ্রীমদ্ভাগবত-কথা সকল মুনিসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন ॥ ২৭৯ ॥

অনন্তর যদি রুচি এবং সামর্থ্য থাকে, তবে শ্রীনামকীর্ত্তন ও স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া পাদসেবাও করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ স্মরণসিদ্ধির জন্য সেবা করিয়া থাকেন। সেইজন্য বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বরের উপদেশ ইহাই আছে যে—"হে দেবর্ষে! ধ্যানরত যোগীগণ আমার তেমন সন্তোষ করিতে পারে না, আমাতে প্রেম-সমাধিযুক্ত ভক্তিক্রিয়াতে আমার যেমন সন্তোষ হয়।" ক্রিয়ারূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ধ্যানকারীরও যোগ অর্থাৎ সমাধি হইয়া থাকে। পাদসেবায় পাদশব্দ ভক্তিতেই নির্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ কেবল যে চরণেরই সেবা করিতে হইবে, শ্রীমুখকরকমল প্রভৃতির সেবা করিতে হইবে না—তাহা নহে; সর্ব্বাঙ্গেরই সেবা করিতে হইবে। যেমন "গুরুচরণা বদন্তি" বলিতে আদর ও মর্য্যাদাবিশেষের কথা বলা হয়, সেইরূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অতিশয় আদর ও মর্য্যাদার সহিত শ্রীচরণের সেবা করিতে হইবে। কালদেশ উচিত পরিচর্য্যার নাম সেবা। সেবারই অপর নাম পরিচর্য্যা। সেই সেবার কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।২১।২৯ শ্লোকে শ্রীপৃথু মহারাজ শ্রীবিষ্ণুকে বলিয়াছেন—

যৎপাদ সেবাভিরুচি স্তপস্বিনামশেষ জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিৎ ॥

"হে নাথ! তোমার চরণারবিন্দ সেবা করিবার জন্য অভিলাষমাত্র হইলে, অর্থাৎ সেবা করে নাই—সেবা করিবার জন্য রুচির উদয় হইলে, সংসার-তপ্ত মানবগণের অশেষ জন্মের সঞ্চিত চিত্তের মালিন্য অর্থাৎ বিষয়-বাসনা-রাশিকে সত্বর বিনাশ করিয়া থাকে। যতটা পরিমাণে তোমার চরণসেবার জন্য রুচির উদয় হয়, ততটা পরিমাণে সংসার-বাসনা ক্ষয় করিয়া দেয়। এইটি তোমার চরণের অতুলনীয় মহিমাবিশেষ। তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিচয়